সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার বড়াল ১২
রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৬
রবীন্দ্রনাথ কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮
তীর্থ-পথিক কাজী নজরুল ইসলাম ২০
তুমি সেই কবি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনির্মল বসু ২৪
বেকার-তারণ রবীন্দ্রনাথ অপরাজিতা দেবী ২৬
রবীন্দ্রনাথ অন্নদাশঙ্কর রায় ২৮
প্রণাম প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩০
রবি অস্ত যায় বন্দে আলী মিয়া ৩২
রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেব বসু ৩৪
২৫শে বৈশাখ বিষ্ণু দে ৩৬
প্রণমি দিনেশ দাস ৩৮
রবীন্দ্রনাথের প্রতি মণীন্দ্র রায় ৪০
সার্ধশতবর্ষ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪২
রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্ত ভট্টাচার্য ৪৪
রবীন্দ্র ঠাকুর জ্যোতিভূষণ চাকী ৪৬
কবি শামসুর রাহমান ৪৮
রবিঠাকুর আছেন পূর্ণেন্দু পত্রী ৫০
রবি বাউল গৌরী ধর্মপাল ৫২
মিথ্যে কথা শঙ্খ ঘোষ ৫৪
রবিঠাকুরের ছড়া শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৫৬

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার বড়াল ১২
রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৬
রবীন্দ্রনাথ কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮
তীর্থ-পথিক কাজী নজরুল ইসলাম ২০
তুমি সেই কবি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনির্মল বসু ২৪
বেকার-তারণ রবীন্দ্রনাথ অপরাজিতা দেবী ২৬
রবীন্দ্রনাথ অন্নদাশঙ্কর রায় ২৮
প্রণাম প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩০
রবি অস্ত যায় বন্দে আলী মিয়া ৩২
রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেব বসু ৩৪
২৫শে বৈশাখ বিষ্ণু দে ৩৬
প্রণমি দিনেশ দাস ৩৮
রবীন্দ্রনাথের প্রতি মণীন্দ্র রায় ৪০
সার্ধশতবর্ষ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪২
রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্ত ভট্টাচার্য ৪৪
রবীন্দ্র ঠাকুর জ্যোতিভূষণ চাকী ৪৬
কবি শামসুর রাহমান ৪৮
রবিঠাকুর আছেন পূর্ণেন্দু পত্রী ৫০
রবি বাউল গৌরী ধর্মপাল ৫২
মিথ্যে কথা শঙ্খ ঘোষ ৫৪
রবিঠাকুরের ছড়া শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৫৬

সূচিপত্র

ছোট্ট রবি   সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৮
রবিঠাকুর   অমিতাভ দাশগুপ্ত ৬০
রবীন্দ্রনাথ   সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৬২
এক যে ছিল বাংলাদেশ   তারাপদ রায় ৬৪
রবিঠাকুর রবিঠাকুর   সরল দে ৬৬
মাঝদুপুরের রবি   দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮
খুকুর রবিঠাকুর   রত্নেশ্বর হাজরা ৭০
তুমি   পবিত্র সরকার ৭২
সুর নিয়েছি রঙ নিয়েছি   অশোককুমার মিত্র ৭৪
পঁচিশে বৈশাখ   নবনীতা দেবসেন ৭৬
ছেলের বন্ধু   কার্তিক ঘোষ ৭৮
চাঁদের বাড়ি   শ্যামলকান্তি দাশ ৮০
ধন্য ধ্রুবতারা   ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৮২
বীরপুরুষ রবীন্দ্রনাথ   রতনতনু ঘাটী ৮৪
মনে রাখা   সুনির্মল চক্রবর্তী ৮৬
কে জন্মায়, হে বৈশাখ   জয় গোস্বামী ৮৮
রবীন্দ্রনাথ   মৃদুল দাশগুপ্ত ৯০
শিশুতীর্থ   পিনাকী ঠাকুর ৯২
আলোর মধ্যে তিনি   আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ৯৪
আমার রবীন্দ্রনাথ   হাননান আহসান ৯৬
কবি   শিবাশিস মুখোপাধ্যায় ৯৮
রবীন্দ্রনাথ   পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১০০
বৈশাখী   চন্দন নাথ ১০২
দেবতার গ্রাস   অনির্বাণ দাশগুপ্ত ১০৪
বিশ্বকবি প্রণাম নাও   অনির্বাণ ঘোষ ১০৬
চির নতুন   দেবাশিস্‌ বসু ১০৮
পঁচিশে বৈশাখ   নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০

চিত্রসূচি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৫
শশীকুমার হেস ২৭
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৭
চার্লস ফিয়ার এন্ডরুজ ৩৯
উইলিয়াম রোটেনস্টাইন ৪১, ৪৩,
স্যার ম্যুরহেড বোন ৪৫
লিওনার্ড জেনিংস ৪৭
মীরা রিশার (শ্রীমা) ৪৯
স্টেইন টিট্রনভ ৫১
স্যার জ্যাকব এপস্টেইন ৫৩
নন্দলাল বসু ৫৫, ৫৭
হেনরী ল্যাম্ব ৫৯
আঁদ্রে কার্পেলেস ৬১
যামিনী রায় ৬৩
বরিস জর্জিয়েভ ৬৫
অসিত কুমার হালদার ৬৭
হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ৬৯
জুঁ পিয় ৭১, ৭৩, ৭৫
মুকুল দে ৭৭, ৭৯, ৮১
অতুল বসু ৮৩, ৮৫
লেভন ওয়েস্ট ৮৭
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৮৯, ৯১, ৯৩
জে'র আজগার ৯৫
রামকিংকর বেইজ ৯৭, ৯৯
সুধীররঞ্জন খাস্তগীর ১০১
গোপাল ঘোষ ১০৩
জয়নুল আবেদিন ১০৫
সোমনাথ হোর ১০৭
সত্যজিৎ রায় ১০৯
মৃণালকান্তি দাশ ১১১

রবীন্দ্রনাথ

অক্ষয়কুমার বড়াল

দূরে—মেঘে-শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা সম প্রভাত-কিরণ।
তরুলতা নত মাথা—ডাকে পুষ্পবাসে,
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে করে আবাহন।
শিথিল পাণ্ডুর শশী মেঘখণ্ড পাশে,
পলাইছে অন্ধকার ধূসর বরণ।
ঝরনা ঝরিছে দূরে, বায়ু মৃদুশ্বাসে,
পাটল তটিনি বক্ষে আলোক কম্পন।

ফুটিছে হিমাদ্রি শৃঙ্গে হিরণ্য কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর।
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব কুটির—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম!
অর্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি!
জীবনের স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার জলে উজল তোমার রসে-ভরা ভূর্জ পাতার পুঁথি
বিলায় সুধা আকাশ-ঝরা সুরধুনীর প্রায়;
ছন্দে নাচে বিশ্ব-জীবন, জুড়ায় সুরে উপোষিতের শ্রুতি,-
অক্ষয় আলেখ্য তোমার কালের অজন্তায়।

নিত্য করি অবগাহন পুণ্য তব কাব্য-প্রয়াগ-স্রোতে
সহস্র দল, সহস্র রূপ তোমার মানস-লোক,
তপঃফলে বহাও বেণী দ্রবীভূত সূর্য-কান্ত হ'তে,–
ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শোনায় তোমার শ্লোক।

পদ্ম-বন্ধে আনন্দময় শব্দ-ব্রহ্ম মন্ত্র দিলে জীবে,
নিঃসীমতার আগমনী করলে উদ্বোধন,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু, ঈঙ্গিত সেই পরম শান্ত শিবে।
ধরলে ধ্যানে হে কবীন্দ্র, লও ফুল-চন্দন।

সরস্বতীর অমর তনয়, বারে বারে প্রণাম করি পায়,
চির-নূতন চিত্ত-রণ তোমার নিমন্ত্রণ;–
তৃপ্তি দিবে এমন কিছু, নাই সেবকের পূজার পসরায়,
লও গুরুদেব দক্ষিণা লও শ্রদ্ধা-নিবেদন।

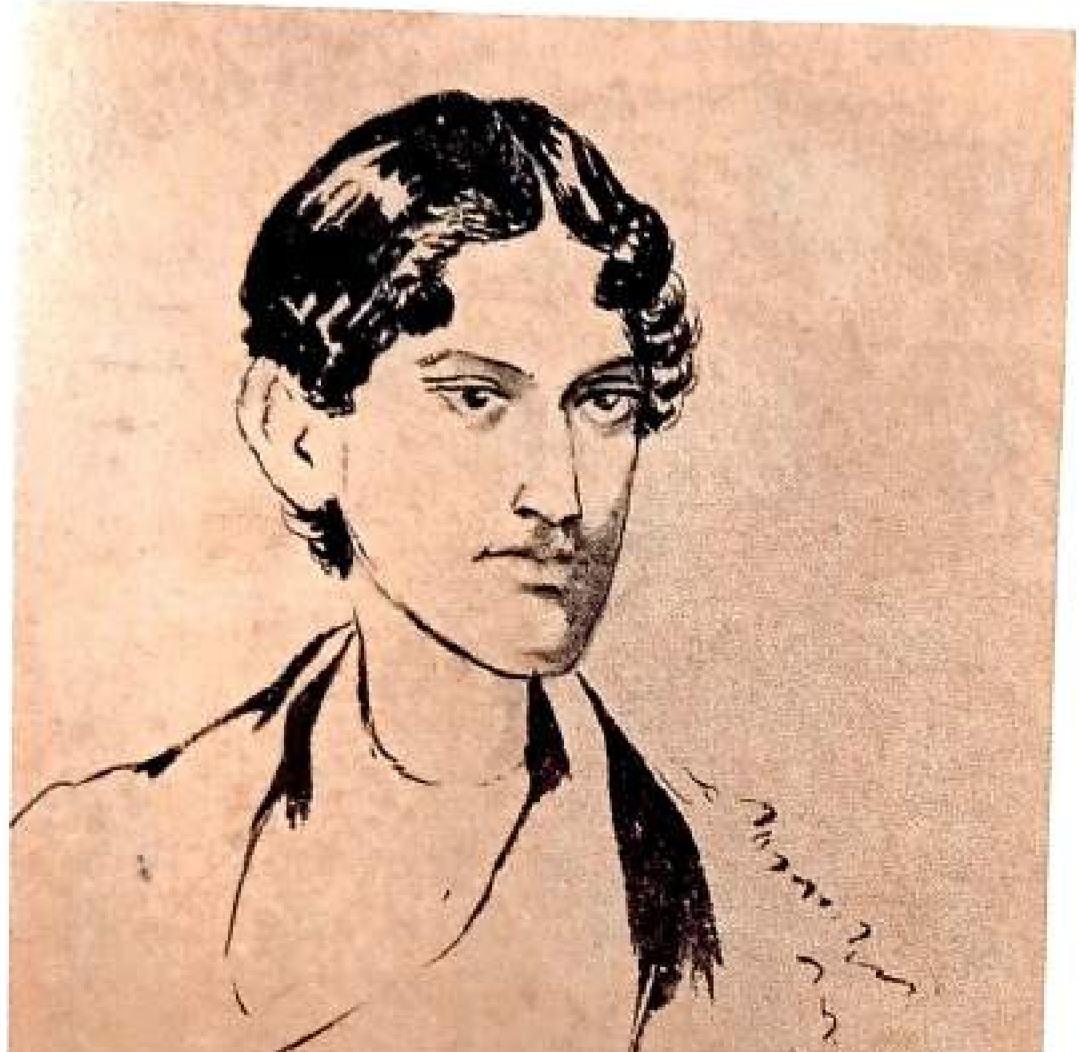

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সপ্ত-সুরের সপ্ত-ঘোড়া চালায় যে জন ইঙ্গিতে
তারে কে আর সুর শোনাবে সঙ্গীতে!
রাগ-রাগিণীর রশ্মিটানে
বাণী নিয়ে বশ্য মানে
সুরের রাজা—যার অপরূপ ভঙ্গীতে—
তারে কে আর সুর শোনাবে সঙ্গীতে।

যাহার করের পরশ পেয়ে কমল ফুটে আনন্দে,
ভুবন ভরে নতুন বাণীর সুগন্ধে;
বঙ্গদেশের সেই কবিরে—
বিশ্বাকাশের সেই রবিরে—
কে পাবে আর কথার রঙে রঙ্গিতে—
তারে কে আর কথা শোনায় সঙ্গীতে।

সুর ও কথা অবাক হয়ে হার মেনে তাই তার কাছে,
চোখের জলে প্রসাদ-সুধা-ধার যাচে;
ঐ চরণের যোগ্য করি'
চিত্ত-সাগর রয় শুধু তরঙ্গিতে—
কথা ও সুর তাই ভেসে যায় সঙ্গীতে!

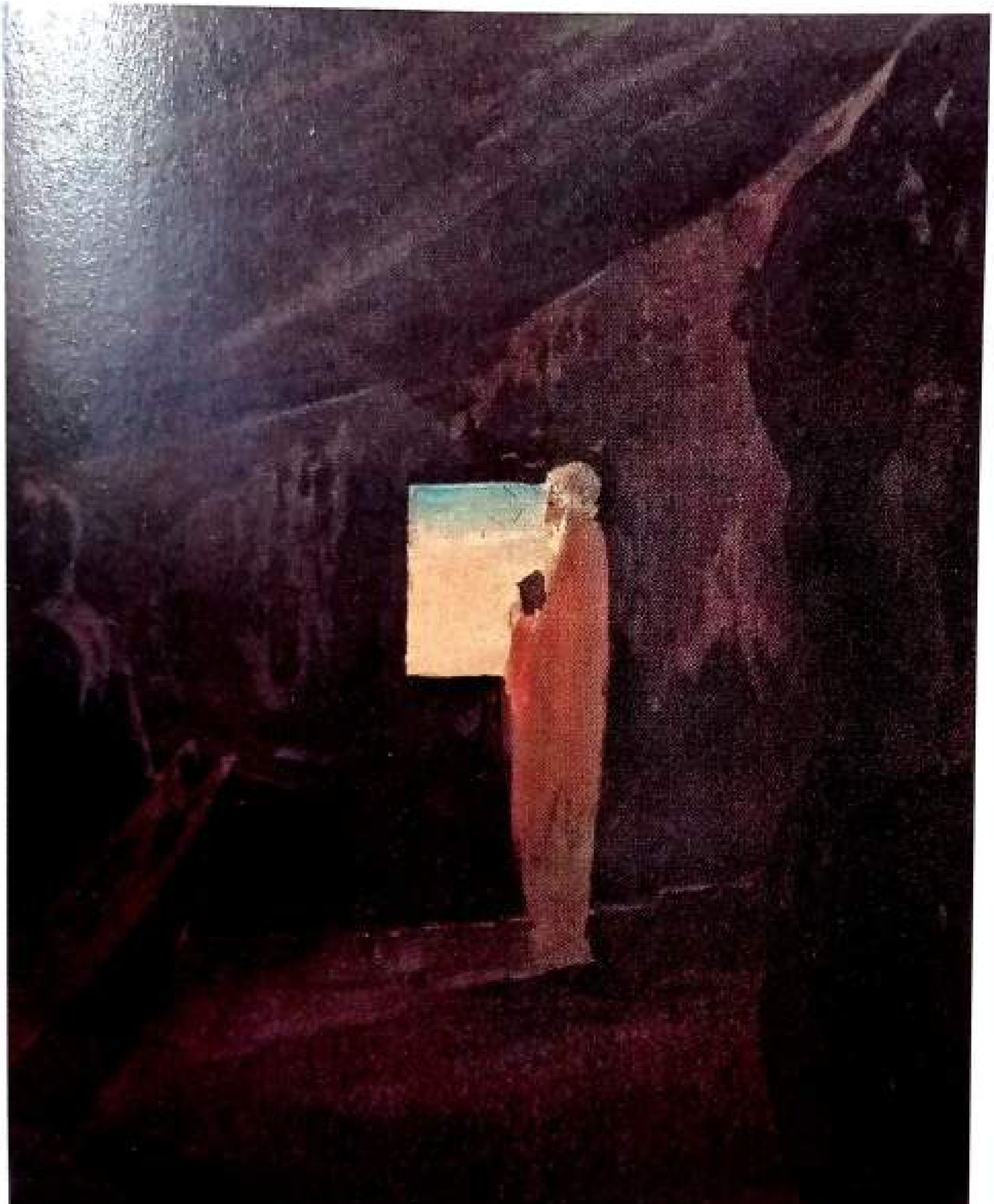

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর